''আমার-আমার - এর দেহ-অভিমানকে ত্যাগ করে ব্রহ্মা বাবার কদমে কদম রাখো''

আজ বাপদাদা নিজের চতুর্দিকের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মাদের দেখছেন। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার ভাগ্য দেখে বাপদাদাও প্রসন্ন হন। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মা জন্মানোর সাথে সাথেই স্বয়ং ব্রহ্মা বাবার দ্বারা তাদের ললাটে স্মৃতির তিলক লাগে। স্বয়ং ভগবান তিলকধারী বানান। সেইসঙ্গে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মাকে পবিত্রতার মহামন্ত্রের দ্বারা লাইটের মুকুট ধারণ করান। ডবল মুকুট, তাছাড়া, ভগবান স্বয়ং নিজের হৃদয়ে সিংহাসনাসীন বানান। সুতরাং জন্মানোর সাথে সাথেই তিলক, মুকুট আর সিংহাসনাসীন হয়ে যাও তোমরা। এমন শ্রেষ্ঠ ভাগ্য সারা কল্পে কোনো আত্মার হতে পারে না। ব্রাহ্মণ জন্ম হওয়া মাত্রই আমরা এমন ভাগ্যবান হই, তো এত শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের স্মৃতি থাকে তোমাদের? দুনিয়ার লোকেরা তোমাদের অর্থাৎ সব ব্রাহ্মণদের নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণ রূপে দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তিনি হলেন বিশ্বের রাজকুমার সেইজন্য রাজ্য-অধিকারীর চিহ্ন হিসেবে তিলক, মুকুট, সিংহাসন দেওয়া হয়ে থাকে। তা' সত্ত্বেও তাঁর ছোটবেলায় তিলক, মুকুট, সিংহাসন প্রাপ্ত হয় না, বরং তোমাদের ব্রাহ্মণদের তিলক, মুকুট আর সিংহাসন তিনটিই প্রাপ্ত হয়। পরমাত্ম-পিতার দ্বারা এই তিন প্রাপ্তি হওয়া এটা শুধু ব্রাহ্মণদেরই ভাগ্যে রয়েছে। তাইতো, বাপদাদা দেখছিলেন যে, আমার বাচ্চাদের প্রত্যেকের মস্তকে কত বড় ভাগ্যের নক্ষত্র ঝলমল করছে। এমন ভাগ্যের নক্ষত্র তোমাদের নিজের মধ্যে ঝলমল করতে দেখা যায়? সদা ঝলমলে দেখা যায় নাকি কখনো খুব ভালো আর কখনো নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা কম হয়ে যায়? ভাগ্যের এই নক্ষত্র বিচিত্র নক্ষত্র। তাইতো বাপদাদা তোমাদেরকে যখনই দেখেন, মিলিত হন, তখন প্রত্যেক বাচ্চার ললাটে নক্ষত্র ঝলমল করতে দেখে প্রসন্ন হন। নক্ষত্র ঝলমল করতে করতে উজ্জ্বলতা কেন কম হয়? তার কারণ তোমরা সবাই খুব ভালো ভাবে জানো।

বাচ্চাদের চার্ট দেখে বাপদাদার মৃদু মৃদু হাসিও আসে, যখনই কাউকে জিজ্ঞাসা করো যে কী হতে চাও? লক্ষ্য কী? তো মেজরিটির উত্তর একই হয় যে, নম্বর ওয়ান হতে হবে। সূর্যবংশী হতে হবে। চন্দ্রবংশী রাম-সীতাও হতে চায় না। কিন্তু যখন লক্ষ্য সূর্যবংশী নম্বর ওয়ানের, তো যেমন সূর্যবংশের লক্ষ্য তেমন লক্ষণ সদা প্রতীয়মান হওয়া আবশ্যক। বাচ্চাদের লক্ষ্য সূর্যবংশের অর্থাৎ সদা বিজয়ীর, নম্বর ওয়ান সূর্যবংশের লক্ষণ হলো সদা বিজয়ী। সূর্যের কলা কম বা বেশি হয় না। উদয় হয় আর অস্ত হয়, কিন্তু চন্দ্রবংশীর মতো কলা কম হয় না। তো সূর্যবংশের লক্ষণ হলো সদা একরস আর সদা বিজয়ী। চন্দ্রবংশকে ক্ষত্রিয় বলা হয়ে থাকে, ক্ষত্রিয় জীবনে কখনো হার হয়, কখনো জিত হয়। কখনো সফলতামূর্ত আর কখনো পরিশ্রম-মূর্ত। যুদ্ধ করা অর্থাৎ পরিশ্রম করা। চন্দ্রবংশের কলা একরস হয় না, সেইজন্য লক্ষ্য আর লক্ষণ সমান বানাও। যেমন, লক্ষ্য রেখেছো বাবার সমান হওয়ার, প্রত্যেক বাচ্চা এটাই বলে যে, বাবার সমান হতে হবে। তো বাবা সদা বিজয় স্বরূপ। যদি একরস অবস্থা নেই তবে কি নম্বর ওয়ান হবে, নাকি নম্বর ক্রমানুসারে আসবে? এক হলো নম্বর ওয়ান, আরেক হলো নম্বরক্রম। সুতরাং নিজেকে জিজ্ঞাসা করো আমি নম্বর ওয়ান নাকি নম্বরক্রমের লিস্টে আছি? নম্বর ওয়ান অর্থাৎ ফলো ব্রহ্মা বাবা।

বাপদাদা সহজ উপায় বলেন যে, ফলো করতে কম পরিশ্রম লাগে। ব্রহ্মার পা অর্থাৎ কদম, সব কার্যের কদমরূপী (পদক্ষেপ রূপী) পায়ের চিহ্ন। তো পায়ের উপরে পা রেখে চলা সহজ হয়। নতুন রাস্তা খোঁজার দরকার নেই, পায়ের উপর পা অর্থাৎ কদমের উপর কদম রাখতে হবে। যে কার্যই করো, সেটা মন্সা সঙ্কল্প করো বা বোল বলো অথবা কর্মে সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসো, প্রতিটা কর্ম করার আগে এটা ভাবো যে আমি যে ব্রাহ্মণ আত্মা কর্ম করছি, তা' কি বাবার সমান? ব্রহ্মা বাবার সঙ্কল্প কী ছিল? আমার সঙ্কল্পও কী সেই অনুযায়ী হয়? আমি যে বোল বলি তার প্রতিটা বোল ব্রহ্মা বাবার সমান? যদি তা' না হয় তাহলে করতে হবে না। না সেভাবে ভাবতে হবে, না বলতে হবে, না করতে হবে। এইরকম নয়, ব্রহ্মা বাবার কদম এক আর বাচ্চাদের কদম আরেক, তো যে লক্ষ্য রয়েছে, উদ্দেশ্য রয়েছে বাবার সমান হওয়ার, সেটা কীভাবে হবে? যদি ব্রহ্মার প্রতিটা পদক্ষেপের সমান কদমে কদম মিলিয়ে ফলো করতে করতে চলবে তাহলে এক তো সদা নিজেকে সহজ পুরুষার্থী অনুভব করবে এবং সদা সম্পূর্ণতার অভীষ্ট লক্ষ্য সমীপে অনুভব করবে।

ব্রহ্মা বাবা সমান অর্থাৎ সম্পূর্ণতার লক্ষ্যে পৌঁছানো।

তো ব্রহ্মা বাবা বতনে তোমরা সব বাচ্চার সম্পূর্ণ অব্যক্ত ফরিস্তা হওয়ার জন্য আহ্বান করছেন। ব্রহ্মা বাবার আহ্বানের গীত কিংবা মধুর আহ্বানের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ না? "এসো বাচ্চারা, মিষ্টি বাচ্চারা, খুব তাড়াতাড়ি এসো" এই গীত বা বোল শুনতে পাচ্ছ না? ব্রহ্মা বাবার আওয়াজ শোনো, ক্যাচ্ করো। ব্রহ্মা বাবা এটাই বলেন যে, বাচ্চারা ৯৯ সালের জন্য অনেক ভাবে, কি হবে, এটা হবে, ওটা হবে... এটা হবে নাকি হবে না...! এটা হবে! – এই ভাবনায় বেশি থাকে। এটা হবে না তো! কখনো ভাববে হবে, কখনো ভাববে হবে না। এটা হবে, হবে- এর গীত গাইতে থাকে। কিন্তু নিজের ফরিস্তা ভাবের, সম্পন্ন সম্পূর্ণ স্থিতিতে তীব্রগতিতে এগিয়ে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প কম করে। হবে, কি হবে!.. এই বে-বে এর গীত বেশি গায়। বাবা বলেন, যে যা কিছুই হোক কিন্তু তোমাদের লক্ষ্য কী? যা হবে তা'দেখার আর শোনার লক্ষ্য রয়েছে নাকি ব্রহ্মা বাবা সমান ফরিস্তা হওয়ার? তার প্রস্তুতি করে নিয়েছো? প্রকৃতি নিজের যা কিছু রঙ-রূপ দেখাক, তোমরা ফরিস্তা হয়ে, বাবার সমান অব্যক্ত রূপধারী হয়ে প্রকৃতির প্রতিটা দৃশ্যকে দেখার জন্য প্রস্তুত হয়েছো? প্রকৃতির উথাল-পাতাল হওয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত ফরিস্তা হয়েছো? নিজের স্থিতির প্রস্তুতিতে লেগে আছ নাকি কি হবে, কি হবে -এই ভাবনায় লেগে আছো? যে কোনও পরিস্থিতি যদি সামনে আসে তো প্রকৃতিপতি তোমরা নিজস্ব প্রকৃতিপতির সীটে সেট হবে নাকি আপসেট হবে? এ' কি হয়ে গেল? এই হয়েছে, এই হয়েছে... এই দৃশ্যের সমাচারে বিজি হবে নাকি সম্পন্নতার স্থিতিতে স্থিত হয়ে প্রকৃতির যে কোনও অস্থিরতা চলাকালীন মেঘের সমান অনুভব করবে?

তো ব্রহ্মা বাবা বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করছেন যে, আমার সমান ফরিস্তা সদাকালের জন্য হয়েছো? কেননা, তোমাদেরকে অর্থাৎ সকল বাচ্চাদেরকে ব্যক্তে থেকে অব্যক্ত হতে হবে। তোমরা বলবে - বাবা তো অব্যক্ত হয়ে গেছেন, আমাদেরও এরকম অব্যক্ত বানিয়ে দেবেন তো না। ব্রহ্মা বাবা বলেন, প্রথমে নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করো বিশ্ব-কল্যাণের দায়িত্বের যে মুকুট পরিয়েছেন, তা' সম্পন্ন করে নিয়েছো? বিশ্ব- কল্যাণকারী, বিশ্বের কল্যাণ সম্পন্ন হয়েছে? ব্রহ্মা বাবা তো এইজন্য অব্যক্ত হয়েছেন এইজন্য যে বাচ্চাদের বিশ্ব-কল্যাণের কার্য দিয়ে, বন্ধন থেকেও মুক্ত হয়ে সেবার গতি তীব্র করানোর নিমিত্ত হওয়ার ছিল, যার প্রত্যক্ষ স্বরূপ চারদিকে দেখছো। তা' দেশে হোক বা বিদেশে অব্যক্ত ব্রহ্মার দ্বারা তীব্রগতিতে সেবা হয়েছে, আরও হওয়ারই আছে। সেবায় তীব্রগতির নিমিত্ত আধার ব্রহ্মা বাবার হওয়ার ছিল। কিন্তু রাজ্য অধিকারী এক ব্রহ্মা বাবার হওয়ার নয়, সাথে বাচ্চাদেরও রাজ্য অধিকার নেওয়ার আছে। সেইজন্য সাকারে নিমিত্ত তোমরা সাকার রূপধারী সব বাচ্চাকে ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত ফরিস্তা হয়ে বিশ্ব-কল্যাণের সেবার গতি তীব্র করে সমাপ্তি আর সম্পন্ন হতে হবে এবং করতে হবে।

ব্রহ্মা বাবা বলেন যে, ৯৯ সালে সমাপ্তি করে দিই? প্রকৃতিকে এক তালি বাজাবে আর প্রকৃতি তো দাঁড়িয়েই আছে তৈরি হয়ে। তোমরা কি ফরিস্তা সমান ডবল লাইট হয়ে গেছো? কমপক্ষে ১০৮ এমন সদা বিজয়ী হয়েছ, যে কোনও রকমের ব্যর্থ আর নেগেটিভ সঙ্কল্প, বোল অথবা কর্ম অর্থাৎ সবার সাথে সম্বন্ধ-সম্পর্কে পাশ হয়েছো? ব্যর্থ বা নেগেটিভ - এই বোঝা সদাকালের জন্য ডবল লাইট ফরিস্তা হতে দেয় না। তাইতো, ব্রহ্মা বাবা জিজ্ঞাসা করেন - তালি বাজাই আমরা? নাকি ২০০০ সালে তালি বাজাবে? কবে বাজাবে? কী ভাবছো – যখন তালি বাজবে সেই সময় তোমরা সেরকম তৈরি হয়ে যাবে? কী হবে? বাজাবে তালি? বলো, প্রস্তুত হয়েছো তোমরা? পেপার নিই? সবকিছু ছাড়তে হবে। যারা মধুবনের তাদেরকে মধুবন ছাড়তে হবে, যারা জ্ঞান সরোবরের তাদেরকে জ্ঞান সরোবর, সেন্টারের সবাইকে সেন্টার, বিদেশীদেরকে বিদেশ, সব ছাড়তে হবে। তো এভাররেডি হয়েছো? যদি এভাররেডি হয়েছ তো হাতের তালি বাজাও। এভাররেডি? পেপার নিই? কাল অ্যানাউন্স করি? ওখানে গিয়েও ছাড়তে পারবে না, সেখানে গিয়ে একটু ঠিক করে আসি, না। যেখানে আছি, সেখানে আছি। এই রকম এভাররেডি। নিজের দপ্তরও নয়, খাটিয়াও নয়, ঘরও নয়, আলমারিও নয়। এমন বলবে না একটু সামান্য কাজ ছিল তো না, দু'দিনে করে চলে আসি। না। অর্ডার ইজ অর্ডার। ভেবে হ্যাঁ বলো। নয়তো, কাল অর্ডার বেরোবে, কোথায় যেতে হবে, কোথায় না যেতে হবে। বের করি অর্ডার, তৈরি আছো তোমরা? সেইরকম সাহসের সাথে হ্যাঁ বলছ না। তোমরা ভাবছো আরও কয়েকদিন যদি পেয়ে যাই তো ভালো হয়। আমাকে ছাড়া এটা না হয়ে যায়, ওটা না হয়ে যায় - এই ওয়েস্ট (ব্যর্থ) সঙ্কল্পও যেন ক'রো না। ব্রহ্মা বাবা ট্র্যান্সফার হয়েছেন, তো তিনি কী কখনও ভেবেছেন যে, আমাকে ছাড়া কী হবে? চলবে কি চলবে না? তিনি কী ভেবেছেন, আচ্ছা চলো একটা ডিরেকশন তো দিয়ে দিই, ডিরেকশন দিয়েছেন? নিজের সম্পন্ন স্থিতির দ্বারা ডিরেকশন দিয়েছেন, মুখের দ্বারা নয়। অর্ডার এসেছে ছেড়ে দাও তো বন্ধন থেকে মুক্ত - এই রকম তৈরি হয়েছো? এখন শোরগোল হোক তাহলে? এটাই করা হবে - সেটা আগেই বলে দিচ্ছি। অর্ডার হবে, জিজ্ঞাসা করে নয়, বাবা তারিখ ফিক্স করবেন না। হঠাৎ অর্ডার দেবেন এসে যাও, ব্যস্! একেই বলে ডবল লাইট ফরিস্তা। অর্ডার হওয়ার সাথে সাথে উড়ে যাওয়া। যখন মৃত্যুর অর্ডার হয়, তখন কী ভাবো, সেন্টার দেখি, আলমারী দেখি, জিজ্ঞাসু দেখি, এরিয়া দেখি .....! আজকাল তো আমার আমার এতে এরিয়া-র ঝামেলা বেশি হয়ে

গেছে, আমার এরিয়া! বিশ্ব-কল্যাণকারীর কী সীমিত এরিয়া হয়? এই সব ছাড়তে হবে। এটাও দেহ-অভিমান। দেহ-ভাব তবুও হালকা ব্যাপার, কিন্তু দেহের অভিমান এটা খুব সূক্ষ্ম।আমার-আমার এটাকেই দেহের অভিমান বলা হয়ে থাকে। যেখানে আমার থাকবে তো না সেখানে অভিমান অবশ্যই থাকবে। তা' সেটা নিজের বিশেষত্বের জন্য হোক না কেন, আমার বিশেষত্ব, আমার গুণ, আমার সেবা, এই সব আমিত্বভাব - সেটা প্রভু প্রসাদ, 'আমার' নয়। প্রসাদকে আমার মনে করা এটা দেহ-অভিমান। এই অভিমান ছেড়ে দেওয়াই সম্পন্ন হওয়া। সেইজন্য যা বর্ণন করে থাকো ফরিস্তা অর্থাৎ না দেহ অভিমান, না দেহ-বোধ, না বিভিন্ন আমিত্বভাবের সম্পর্ক থাকবে, ফরিস্তা অর্থাৎ সীমিত দুনিয়ার সম্পর্ক শেষ। তো এখন কী প্রস্তুতি নেবে? ব্রহ্মা বাবার আওয়াজ অ্যাটেনশন দিয়ে শোনো, তিনি আহ্বান করছেন। বাবা বলেন, সমাপ্তির কাড়া- নাকাড়া বাজানো তো খুব সহজ, যখন চাইবে তখন বাজাতে পারো, কিন্তু কমপক্ষে সত্যযুগের প্রারম্ভের ৯ লাখ এভাররেডি হবে তো না! তা' নম্বরক্রমে হোক, নম্বর ওয়ান তো অল্পই হবে। অন্ততপক্ষে, ১০৮ নম্বর ওয়ান, ১৬ হাজার নম্বর টু, ৯ লাখ নম্বর থ্রি। কিন্তু এই সংখ্যক তো তৈরি হয়ে যাক। রাজধানী তো তৈরি হওয়া উচিত।

এখন রেজাল্টে বাপদাদা দেখছেন যে বর্তমান সময়ে মেজরিটি পরিমানে মায়ার স্বরূপ হলো নেগেটিভ আর ব্যর্থ সংকল্পের। বিশ্ব কল্যাণকারীর স্টেজ হলো - সদা অসীম জগতের বৃত্তি হবে, দৃষ্টি হবে আর অসীম জগতের স্থিতি হবে। বৃত্তিতে অল্প একটুও কোনও আত্মার প্রতি নেগেটিভ বা ব্যর্থ ভাবনা থাকবে না। নেগেটিভ কথাকে পরিবর্তন করা, সেটা আলাদা বিষয়। কিন্তু যে স্বয়ং নেগেটিভ বৃত্তি রচনা করে সে অন্যদের নেগেটিভকেও পজিটিভে চেঞ্জ করতে পারবে না। এইজন্য প্রত্যেককে নিজের সূক্ষ্ম চেকিং করতে হবে যে বৃত্তি, দৃষ্টি সকলের প্রতি সদা অসীম আর কল্যাণকারী আছে? অল্প একটুও কল্যাণের ভাবনার পরিবর্তে পার্থিব জগতের ভাবনা, পার্থিব জগতের সংকল্প, বোল সূক্ষ্ম রূপেও সমাহিত নেই তো? যাদের মধ্যে সূক্ষ্ম রূপে সমাহিত থাকে তাদের লক্ষণ হলো প্রতিকূল সময়ে বা সমস্যার সম্মুখীন হলে সেই সূক্ষ্ম ভাবনা স্থুল রূপে প্রতীয়মান হয়ে যায়। সর্বদা ঠিকই থাকে কিন্তু প্রতিকূল সময়ে সেটা ইমার্জ হয়ে যায়। তারপর চিন্তা করে - এ এইরকমই। পরিস্থিতিই এইরকম। এই ব্যক্তিটিই এই রকম। ব্যক্তি যেরকমই হোক, আমার স্থিতি শুভ ভাবনা, অসীম জগতের ভাবনা আছে নাকি নেই? নিজের ভুল চেক করো। বুঝেছো।

পরিস্থিতিকে দেখো না, নিজেকে দেখো। ব্যস্ ৯৯ সালে নিজেরা একটিই সুরে লেগে থাকো যে যেটা ব্রহ্মা বাবার কদম সেটা ব্রহ্মা বাবার সমান আমারও কদম হবে। ব্রহ্মা বাবার প্রতি সকলের ভালোবাসা আছে তাই না। তো প্রিয়জনকেই ফলো করা হয়। বাবার সমান হতেই হবে। ঠিক আছে? ৯৯ সালে সবাই তৈরী হয়ে যাবে? এক বছর আছে। এটা হয়ে গেছে, এটা হয়ে গেছে... এটা চিন্তা করবে না। এটা তো হওয়ারই ছিল। প্রথম থেকেই জানা ছিল এটা হবে কিন্তু বাবার সমান ফরিস্তা হতেই হবে। বুঝেছো। করতে হবে, তাই না? করতে পারবে? এক বছরে তৈরী হয়ে যাবে নাকি অর্ধেক বছরেই তৈরী হয়ে যাবে? তোমাদের সম্পন্ন হওয়ার জন্য ব্রহ্মা বাবাও অপেক্ষা করছেন আর প্রকৃতিও অপেক্ষা করছে। ৬ মাসে এভারেডি হও, চলো ৬ মাসে নয়, এক বছরে তো হও। দোলাচলে আসবে না, অচল থাকো। লক্ষ্য থেকে সরে যাবে না, বাবার সমান হতেই হবে, যা কিছু হয়ে যাক। যদি কোনও ব্রাহ্মণ তোমাদের স্থিতিকে দোলাচলে নিয়ে আসে বা যদি কোনও ব্রাহ্মণ বাঁধা হয়ে সামনে আসে তথাপি আমাকে সমান হতেই হবে। বাপদাদার এই রায় পছন্দ হয়েছে? (বাপদাদা সবাইকে হাত ওঠাতে বললেন আর সকলের ভিডিও, ফটো রেকর্ড হল) এই ফটো সবাইকে পাঠানো হবে। এখানকার মুভি-তে হয়তো কেউ মিস-ও হতে পারে। বতনের মুভিতে কেউ মিস হতে পারবে না।

আচ্ছা - বাবা বলছেন এক সেকেন্ডে সবাই এখনই বিদেহী হতে পারবে? তো এখন এক সেকেন্ডে বিদেহী স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও। (ড্রিল) আচ্ছা - এখন দেহতে ফিরে এসো।

এখন পুনরায় বিদেহী হয়ে যাও। এইরকম সারাদিন মাঝে-মধ্যে এক সেকেন্ডের জন্য হলেও, বারংবার এই অভ্যাস করতে থাকো। আচ্ছা।

সর্ব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মাদেরকে সদা ব্রহ্মা বাবার কদমে কদম রেখে ফলো ফাদার করা আজ্ঞাকারী বাচ্চাদেরকে, সদা ব্রহ্মা বাবার সমান ফরিস্তা স্থিতিতে স্থিত থাকা নিকটস্থ আত্মাদেরকে, সদা প্রকৃতিপতি হয়ে প্রকৃতির প্রত্যেক দৃশ্যকে সাক্ষী হয়ে দেখা অচল অনড় আত্মাদেরকে, সদা অসীম জগতের বৃত্তি আর দৃষ্টি রাখা ভাগ্যবান বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর নমস্কার। বাইরে যারা শুনছে, এই দেশে হোক বা বিদেশে, সেই সকল বাচ্চাদেরকেও বিশেষ স্মরণ আর স্নেহ।

বরদানঃ- অবিনাশী প্রাপ্তিগুলির স্মৃতির দ্বারা নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের খুশীতে থাকা ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা ভব

যার বাবা-ই হলেন ভাগ্যবিধাতা তার ভাগ্য কেমন হবে! সদা এই খুশী যেন থাকে যে ভাগ্য তো আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। "বাঃ আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য আর ভাগ্য বিধাতা বাবা" এই গীত গাইতে-গাইতে খুশীতে উড়তে থাকো। এমন অবিনাশী খাজানা প্রাপ্ত হয়েছে যা অনেক জন্ম সাথে থাকবে, কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না, কেউ লুট করতে পারবে না। কতো বড় ভাগ্য, যেখানে কোনও ইচ্ছা নেই, মনের খুশীই হলো সকল প্রাপ্তি। অপ্রাপ্ত কোনও বস্তুই নেই, সেইজন্য ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা হয়ে গেছো।

স্লোগানঃ- বিকর্ম করার টাইম অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এখন ব্যর্থ সংকল্প, বাণীও অনেক ধোঁকা দেবে।

সূচনা :- আজ হলে মাসের তৃতীয় রবিবার অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, সকল ব্রহ্মা বৎস সংগঠিত রূপে সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে ৭.৩০ পর্যন্ত বিশেষ নিজের নিরাকারী স্থিতিতে স্থিত হয়ে, পরমধাম ঘরের অসীম শান্তি, প্রেম এবং পবিত্রতার অনুভব করুন। মন-বুদ্ধিকে একাগ্র করে বীজরূপ স্থিতির অনুভব করুন। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;